গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সভার কার্যবিবরণী

বিষয়ঃ ৩১ জানুয়ারী, ২০২১ খ্রি. তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০২০ মাস পর্যন্ত সময়ের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের রাজস্ব আহরণ অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ।

তারিখ ও সময় : ৩১ জানুয়ারী, ২০২১ খ্রি. বিকাল ০৩.০০ মিনিট।

সভাপতি : জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর' ২০২০ মাস পর্যন্ত সময়ের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের রাজস্ব আহরণ অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম এর সভাপতিত্বে ৩১/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সকল সদস্য এবং ঢাকাস্থ কমিশনার ও মহাপরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ঢাকার বাহিরে অবস্থিত কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস,এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর কমিশনারগণ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** দ্রষ্টব্য। সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক্র/ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক রাজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা	এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের,ডিসেম্বর'২০২০ মাস পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগের সমন্বিত রাজস্ব আহরণের চিত্র তুলে ধরেন।		
২	ভ্যাট অনুবিভাগের রাজস্ব পর্যালোচনা	সদস্য, (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) মূসক বিভাগের বিস্তারিত রাজস্ব বিবরণী উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথমে সমন্বিত রাজস্ব তথ্য এবং পরবর্তীতে কমিশনারেট ভিত্তিক ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের চিত্র উপস্থাপন করেন। • ২০১৯-২০ অর্থবছরের সর্বমোট রাজস্ব আহরণ ছিল ৮৪,৮৫০ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সর্বমোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১,২৮,৮৭৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা প্রবৃদ্ধির হার ৫২%। • ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫২৮৩৭.৯৩ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৪২৫২৮.৫৮ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম রাজস্ব আহরিত হয় (-) ১০৩০৯.৩৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-) ১৯.৫১% কম। ডিসেম্বর'১৯ মাসের আহরণ ৪১৮৮৪.১৬ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব বেশি আহরিত হয়েছে ৬৪৪.৪২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ১.৫৪%। এ পর্যায়ে সদস্য মহোদয় কমিশনারেটভিত্তিক রাজস্ব আহরণ	রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) ও সকল কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট।

		পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। • প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রধান ১০টি সেবার রাজস্ব চিত্র উপস্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রধান ১০টি পণ্যের রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ১২.৩৩% এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় প্রধান ১০টি সেবার রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ১২.১৬%।		
৩	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূসক এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ২৭৬৮৭ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ২২০২১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় (-)৫৬৬৬ কোটি টাকা বা (-)২০% কম । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ২০৫৩২ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি আদায় হয়েছে ১৪৮৯ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ৭%। অনলাইনে প্রদত্ত দাখিলপত্রের হার ৬৭.৮৩%। রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ১ টি, মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৪টি, বকেয়া আহরণের পরিমাণ ২৯২.৮৪ কোটি । সভায় অনলাইন দাখিলপত্র দাখিল, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে কমিশনারেকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং দাখিলকৃত দাখিলপত্র ১০০% পরীক্ষা নিরীক্ষা করত: নীট করের যথার্থতা যাচাই করতে হবে। ৩। সিগারেট খাতের রাজস্ব আদায়ে কার্যকরী মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। ৪। কমিশনার নিয়মিত দাখিলপত্র পরীক্ষা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন। ৫। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপর হতে হবে। ৬। নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায় করতে হবে।	কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা।
৪.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) ঢাকা এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত উক্ত কমিশনারেট এর লক্ষ্যমাত্রা ৪৯৯৩ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৪৪৭৫ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় (-)৫১৯ কোটি টাকা বা (-)১০% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৪৭০৮ কোটি টাকা । যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে (-) ২৩৪ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-৫%)। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৩০%, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ১২৩ টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ৩৯টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৬৬ টি। বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৭৮.০৪ কোটি টাকা।প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ১৭২ টি ও	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে নিবন্ধনের আওতায় আনার নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কমিশনারেটে	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার, ঢাকা (উত্তর) ঢাকা।

		জড়িত রাজস্ব ৯৯ কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, অনলাইন দাখিলপত্র প্রদান, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি. বকেয়া আদায়, রিফান্ড প্রদান এবং EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	দাখিলকৃত ১০০% রিটার্ন পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ৪।কমিশনার মামলা নিষ্পত্তি ও নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার উপর বিশেষ গূরত্ব আরোপ করবেন। ৫। নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ৬। EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনার বিশেষ নজর দিবেন।	
৫.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত **১৬০১** কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় **১২১৬** কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-) ৩৮৫ কোটি টাকা বা (-)২৪% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব কোটি ১৩৪৮ টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে **(-)১৩১** কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-১০%)। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৭৭.৪৮%, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ৪০টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ৫১ টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২২ টি ও জড়িত রাজস্ব ৭.৪৮ কোটি টাকা।প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ৭৪টি ও জড়িত রাজস্ব ১২.৫২ কোটি টাকা। বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৩.১৯ কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, অনলাইন দাখিলপত্র প্রদান, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায় এবং EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনারকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে। ৩। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং দাখিলকৃত সকল রিটার্ন পরীক্ষা করে করদায়িতা নিরূপণ করতে হবে। ৪। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই এবং প্রিভেন্টিভ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।। ৫। EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।

			(Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনারবিশেষ নজর দিবেন।	
৬.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ১৬৫৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-) ৩৫২ কোটি টাকা বা (-) ১৮% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ১৭২৮ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে **(-) ৭২** কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-)৪%। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৫৪.২৯%, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ৬৬৭ টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ১০টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৪৩০ টি ও জড়িত রাজস্ব ৮.৮৯ কোটি টাকা। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ৯১৭ টি ও জড়িত রাজস্ব ৭৬.৭৯ কোটি টাকা। বকেয়া আহরণের পরিমাণ ১৪.৬৫ কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, অনলাইন দাখিলপত্র প্রদান, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায় এবং EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে। ৩। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং দাখিলকৃত সকল রিটার্ন পরীক্ষা করতে হবে। ৪। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে কমিশনারেকে বিশেষ নজর দিতে হবে।	(১-৩) কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।
৭.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৪৭১৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৪৫৫৮ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-)১৬০ কোটি টাকা বা (-)৩% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৪৫১৭ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি আদায় হয়েছ ৪১ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ১%। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ২৬%, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ২৭টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ৯ টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৮৮ টি ও জড়িত রাজস্ব ৪৬.৮০ কোটি টাকা। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্য ৮৮টি ও জড়িত রাজস্ব ৪৬.৮০ কোটি টাকা। বকেয়া আহরণের পরিমাণ ১.৮৮ কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, অনলাইন দাখিলপত্র প্রদান, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায়	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে। ৩। অনলাইন দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং দাখিলকৃত ১০০% রিটার্ন পরীক্ষা করতে হবে। ৪। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই ও নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

		এবং EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৫। EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনার বিশেষ নজর দিবেন।	
৮	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/ ২০ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৫৫২৭ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৩৮৮৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় (-)১৬৪১ কোটি টাকা বা (-)৩০% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর,১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৪৫৩৪ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে (-)৬৪৮ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-)১৪%।অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৫৯.৭২%। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ৮৩টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ০টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৪ টি ও জড়িত রাজস্ব ১.২৬ কোটি টাকা। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ১৩টি ও জড়িত রাজস্ব ১০.৮১২ কোটি টাকা।বকেয়া আহরণের পরিমাণ ০.৩১কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, অনলাইন দাখিলপত্র প্রদান, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি, বকেয়া আদায়, রিফান্ড প্রদান এবং EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে। ৩। মামলা নিষ্পত্তির ও রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৪। বকেয়া রাজস্ব আদায়ে তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। ৫।নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৬। EFD/SDC মেশিন যথাযথভাবে স্থাপন, ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনার বিশেষ নজর দিবেন।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম।
৯.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট খুলনা, এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্তলক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৯৬৩ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-)৩৩৭ কোটি টাকা বা (-)২৬% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৯২২ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি আদায় হয়েছে ৪১	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা।

		কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ৪%। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৯১.৫৮%। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ২৭২ টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ০টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৫টি।প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ১৪টি।বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৬.৫৭৭২ কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, অনলাইন দাখিলপত্র প্রদান, ১০০% দাখিলপত্র পরীক্ষা, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি, বকেয়া আদায়, রিফান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে নজর দেয়ার জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৩। দাখিলকৃত ১০০% রিটার্ন পরীক্ষা করে করদায়িতা নিরূপণ করতে হবে। ৪। মামলা নিষ্পত্তির ও রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৫। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ৬। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৬। নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায় নিশ্চিত করতে হবে।	
১০.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ১১২০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৭৭০ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে(-)৩৫০ কোটি টাকা বা (-)৩১% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৮৫৭ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে (-)৮৭ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-)১০%। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৯৯.৮১%। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ৩৫৪টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ৩টি ও জড়িত রাজস্ব ৪.০৩ কোটি টাকা। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩২টি ও জড়িত রাজস্ব ৫৫.৯৮কোটি টাকা। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ২৩৯টি ও জড়িত রাজস্ব ৬৫.৯৪ কোটি টাকা।বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৬.০২কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায়, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে। ৩। রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৪। বকেয়া আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ৫। দাখিলকৃত ১০০% রিটার্ন পরীক্ষা করে করদায়িতা নিরূপণ করতে হবে। ৬। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোর।
১১.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬৭৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৪৫১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-)২২৫কোটি টাকা বা (-)৩৩% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৪৮৫ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে ৩৪ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-)৭%। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৯৯%। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ৩টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ০ টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২টিও জড়িত রাজস্ব ০.৭১৯১ কোটি।	০১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্টেশনের আওতায় আনতে হবে। ৩। রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেট।

		প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ৪ টি। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি, বকেয়া আদায়, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৪। মামলা নিষ্পত্তি ও বকেয়া আদায় করতে হবে। ৫। প্রাপ্ত সকল দাখিলপত্র পরীক্ষা করে যথার্থ করদায়িতা নিরূপণ করতে হবে। ৬। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	
১২.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কুমিল্লা এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪৯ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ১৩০৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-) ৩৪৩ কোটি টাকা বা (-) ২১% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ১০৪২ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি আদায় হয়েছে ২৬৩ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ২৫%। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৯৪.৭০%,ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ১০টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ০টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৯২ টি ও জড়িত রাজস্ব ১.৮৭ কোটি টাকা। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ১৪২৪টি ও জড়িত রাজস্ব ৫.৭২ কোটি টাকা।বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৮.৭২কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায়, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্টেশনের আওতায় আনতে হবে হবে। ৩। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই এবং রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৪। মামলা নিষ্পত্তি ও বকেয়া আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ৫। সিগারেট খাতের প্রতিষ্ঠান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ৬। রিফান্ড আবেদনগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ৭। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৮। দাখিলকৃত রিটার্ন ১০০% পরীক্ষা করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা।
১৩	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬৬০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৫১৪ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-)১৪৬কোটি টাকা বা (-)২২% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৫৩৫ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম আদায় হয়েছে (-)২১ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (-)৪%। অনলাইনে দাখিলের হার ৯২.৯৬%। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ৬টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ১০টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২২১টি ও জড়িত রাজস্ব ২.৭৯ কোটি টাকা।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্টেশনের আওতায় আনতে হবে হবে। ৩। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই এবং রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট রংপুর।

		প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ২৮৩টি ও জড়িত রাজস্ব ২.৭৯ কোটি টাকা।বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৬.৯৪ কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বকেয়া আদায়ের জন্য কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৪। মামলা নিষ্পত্তি ও বকেয়া আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ৫। সিগারেট ও বিড়ি খাতের প্রতিষ্ঠান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ৬। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৭। দাখিলকৃত রিটার্ন ১০০% পরীক্ষা করতে হবে।	
১৪.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী এর রাজস্ব পর্যালোচনা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত উক্ত কমিশনারেট এর লক্ষ্যমাত্রা ৮৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় ৭১২ কোটি টাকা। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (-)১৮৬ কোটি টাকা বা (-)২১% কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত আহরিত রাজস্ব ৬৭৫ কোটি টাকা । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি আদায় হয়েছে ৩৭ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ৫% । অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের হার ৪৫.৩১%, ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাইয়ের সংখ্যা ১৭২ টি, রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা ০৯টি। মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২৯টি ও জড়িত রাজস্ব ০.৪১ টাকা। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের সংখ্যা ৩২৬টি ও জড়িত রাজস্ব ৫.৭৬ কোটি টাকা।বকেয়া আহরণের পরিমাণ ৩.৫০কোটি টাকা। সভায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান, দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি, বকেয়া আদায়ের জন্য কমিশনারকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১। রাজস্ব আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্টেশনের আওতায় আনতে হবে হবে। ৩। ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই এবং রিফান্ড প্রদানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৪। মামলা নিষ্পত্তি ও বকেয়া আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ৫। সিগারেট ও বিড়ি খাতেরপ্রতিষ্ঠান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ৬। নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৭। দাখিলকৃত রিটার্ন ১০০% পরীক্ষা করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী।
১৫	নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা।	নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর এর মহাপরিচালক বলেন যে, উক্ত অধিদপ্তরের গোয়েন্দা ও তদন্ত কার্যক্রম অধিকতর সুচারুভাবে সম্পন্নকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয় আইনানুগ প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। রাজস্ব কার্যক্রমে গতিশীলতা অনায়ন করতে যথাযথ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা।
১৬	**কাস্টম হাউসসমূহের রাজস্ব আদায়**	জনাব সৈয়দ গোলাম কিবরীয়া, সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের কাস্টম		

	পরিস্থিতি	হাউসসমূহের রাজস্ব আহরণচিত্র তুলে ধরেন। ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের কাস্টম হাউস সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ৭,৯৩৫ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৫,৯২৯ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০৫ কোটি টাকা বেশি (৯.৩২% বেশি) এবং ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ২,০০৬ কোটি টাকা কম (২৫.২৮% কম)। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের হাউস সমূহের রাজস্ব আহরণ চিত্রও তিনি তুলে ধরেন। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬,১৯৭ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩৩,৬৪৩ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১,৬২৮ কোটি টাকা বেশি (৬.৭৭% বেশি) এবং জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ১২,৫৫৪ কোটি টাকা কম (২৭.১৭% কম)।		
১৭	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম	কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রা ৫,৪২৭.৯৭ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩,৬৪৮.৬৬কোটি টাকা, যা ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ মাসের তুলনায় ০.৭১% কম ও লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ৩২.৭৮% কম। লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় আদায় কম হওয়ার প্রধান কারণ হল পেট্রো বাংলার নিকট হতে প্রায় ৮৭০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এছাড়াও আমদানি কম হওয়া ও কম রাজস্ব আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।	রাজস্ব লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; আদায় কার্যক্রমে যথাযথ তদারকিসহ সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম
১৮	কাস্টম হাউস, বেনাপোল	কমিশনার, কাস্টম হাউস, বেনাপোল সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রা ৫০২.৪৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩৭৯.৭০কোটি টাকা, যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮.৮০% বেশি ও লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ২৪.৪৪% কম।	রাজস্ব লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; আদায় কার্যক্রমে যথাযথ তদারকিসহ সকল সংস্থার সঙ্গে. সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টম হাউস, বেনাপোল
১৯	কাস্টম হাউস, ঢাকা	কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রা ৫৮২.৬৩ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৪০৮.০৭ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২২.১৭% বেশি এবং লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ২৯.৯৬% বেশি।	রাজস্ব লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ধারা যেন অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বজায় রাখতে হবে; আদায় কার্যক্রমে	কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা

			যথাযথ তদারকিসহ সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।	
২০	কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর	কমিশনার, কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রা ২১৪.৬৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩৪১.৭৩ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪.১৪% বেশি ও লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ৫৯.১৮% বেশি।	রাজস্ব লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ধারা যেন অব্যাহত থাকে সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বজায় রাখতে হবে; আদায় কার্যক্রমে যথাযথ তদারকিসহ সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।	কমিশনার, কাস্টমহাউস, আইসিডি, কমলাপুর
২১	কাস্টম হাউস, মোংলা	কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রা ৪১২.৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩৯১.৮২কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৯.৫৫% বেশি ও লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ৫.০৩% কম।	লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা
২২	কাস্টম হাউস, পানগাঁও	কমিশনার, কাস্টম হাউস, সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মাসের লক্ষ্য মাত্রা ১৩৭.০৪ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৮৩.৩২ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯০.৪%বেশি ও লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ৩৯.২% কম।	লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	কমিশনার, কাস্টম হাউস, পানগাঁও
২৩	বিবিধ আলোচনা	সভায় চেয়ারম্যান মহোদয় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, ভ্যাট নেট বাড়ানোর জন্য সকলকে আরও উদ্যোমী হতে হবে। তিনি নিম্নোক্ত নির্দেশনা পরিপালনের নির্দেশ প্রদান করেন। • সব কমিশনারেটের আওতাধীন এলাকার অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। • অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। • নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ICAB এর DVS (Document Verification system) Apps এর মাধ্যমে Verified করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে ICAB কর্তৃক DVS software বিষয়ক Presentation আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। • ন্যায়সঙ্গতভাবে যেন অভিযান পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে কাউকে যেন হয়রানির	১। প্রত্যেক মাসের রাজস্ব সভায় নিবন্ধন সংক্রান্ত এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে রেজিস্টেশনের আওতায় এনে কর নেট বৃদ্ধি করতে হবে। ৩। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ৪। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ৫। ন্যায়সঙ্গতভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং কোন করদাতা যেন হয়রানির শিকার না	সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। (২-৫) কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সকল।

		শিকার হতে না হয়। সবশেষে, রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা আদায় নিশ্চিত করার জন্য কমিশনার,মহাপরিচালক ও মাঠ পর্যায়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। ৬। ICAB কর্তৃক DVS (Document Verification system) Software বিষয়ক Presentation আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সদস্য, (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা।)

০২। সভার আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৮/০২/২০২১

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

নথি নং: ০৮.০১.০০০০.০১১.০৯.০০৭.২০২০-৯২৭ **তারিখ: /০২/২০২১ খ্রিঃ।**

অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)/সদস্য, শুল্ক ও ভ্যাট (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৪। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
৫। কমিশনার/মহাপরিচালক, শুল্ক ও ভ্যাট (সকল), কমিশনারেট।
৬। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৭। আইন কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৮। প্রথম সচিব, শুল্ক ও ভ্যাট (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৯। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১০। দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-১/২/৪), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

মোঃ শাসসুদ্দীন
দ্বিতীয় সচিব (শুঃভঃপ্রঃ-১)